চুয়াডাঙ্গায় মরহুম আঙ্গির মোল্লা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের ডিঙ্গেদহ বাজার বাফার মাঠে আজ শুক্রবার দুপুর সাড়ে তিনটার সময় টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

টুর্নামেন্টে শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও ৪নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বর আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার।

উদ্বোধনী খেলায় দুরন্ত কোলনী সংঘ ও সরিষাডাঙ্গা টাইগার স্পোর্টিং ক্লাব অংশগ্রহণ করে। নিদিষ্ট সময় শেষে কোন দল গোল না পাওয়াই খেলা ট্রাইবেকার গড়াই। ট্রাইবেকারে দুরন্ত কোলনী সংষ জয়লাভ করে। টুর্নামেন্ট মোট ১৬ দল অংশগ্রহণ করবে।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের আহবায়ক ও চেয়ারম্যান শিলন আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ নেতা রামিম হাসান সৈকত, সুইট আহমেদ, এবি ট্রেডার্সের নির্বাহী পরিচালক আশির উদ্দিন বিশ্বাস ইমরান, রাসেল হাসান নয়ন, আবু সুফিয়ান,মাহফুজ, সেলিম, শুভ,আলিফ,রাজু।

ম্যাচটি পরিচালনা করেন বাবুল মুন্সি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রাণবন্ত সঞ্চালনা করেন আবু হানজালা।

দামুড়হুদা গোল্ডকাপ ফুটবল

টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় বর্নিল সাজে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে দামুড়হুদা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির জমকালো আয়োজনে শুভ উদ্বোধন হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় দামুড়হুদা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট- ২০২৩ এর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শুভ উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, খেলা মানুষের দেহ সুস্থ রাখে, মন রাখে প্রফুল্ল। মাদকের ভয়াল থাবা থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করতে খেলাধুলার কোন বিকল্প নেই। ফুটবল খেলা আমাদের প্রানের খেলা। আমাদের এই উপজেলায় অনেক বর্ষীয়ান খেলোয়াড় রয়েছে। খেলায় হারজিত থাকবে। সেটা সবাইকে মেনে নিতে হয়। সর্বপরি এত সুন্দর একটা ফুটবল খেলার আয়োজন করায় খেলার আয়োজক কমিটিকে ধন্যবাদ জানান।

উদ্বোধনী খেলায় অংশ গ্রহণ করেন দামুড়হুদা স্টার ক্লাব বনাম চুয়াডাঙ্গা ফুটবল একাডেমি। খেলার নির্দিষ্ট সময় পরে চুয়াডাঙ্গা ফুটবল একাডেমিকে ২-০গোলে হারিয়ে জয়ী হয় দামুড়হুদা স্টার ক্লাব।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও দামুড়হুদা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আহ্বায়ক শফিউল কবির ইউসুফের সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার (ওসি) অপারেশন শফিউল আলম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, উপজেলা শ্রমিকলীগের সভাপতি হাজী মো: আব্দুল কাদির, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হবি, আওয়ামীলীগনেতা আমজাদ হোসেন, মোমিনুল ইসলাম মোমিন,ইমতিয়াজ হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, আবুল হাশেম, শমসের আলী প্রমুখ। এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হালিম ভুট্টু।

উদ্বোধনী খেলার শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলওয়াত করেন উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য জহুরুল ইসলাম। খেলায় প্রধান রেফারির দায়িত্ব পালন করেন যশোর থেকে আগত সাইফুল ইসলাম, সহকারী রেফারি

ছিলেন বসির আহাম্মেদ ও মেহেদী হাসান এবং ৪র্থ রেফারি ছিলেন মাসুদুর রহমান। খেলার ধারাভাষ্যকার ছিলেন শিক্ষক মুস্তাফিজুর রহমান ও শামীম খান।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি ও ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী।

আলমডাঙ্গা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ট্যাপেন্টসহ আটক ২

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ এক মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১শ’ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে।

আজ শুক্রবার দুপুর ১টার দিকে স্টেশন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় রুবেল হোসেন (২৬) ও লিজা খাতুন (২২) নামের দুই মাদক করবারীকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত রুবেল হোসেন স্টেশনপাড়ার রেজাউল হকের ছেলে ও লিজা খাতুন একই এলাকাররুবেল হোসেনের স্ত্রী।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়ার মুন্নির চায়ের দোকানের সামনে মাদক বেচাকেনা হচ্ছে বলে পুলিশ গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে। সংবাদের ভিত্তিতে অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার নাথের নির্দেশে এসআই (নিঃ) দেবাশিষ মহলদার সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে রুবেল ও লিজাকে আটক করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ১শ’ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।

চিনিকলকে বাঁচাতে বেশি বেশি আখ চাষ করুন — ড. জেবুন নাহার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী চিনিকল খামারে ২০২৩-২৪ আখ রোপন মৌসুমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টায় দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর গ্রামের আখ চাষী গোলাম সরওয়ার লিপুর ১ একর জমিতে ও রঘুনাথপুর গ্রামের চাষী শরিফুলের ৫০ শতক জমিতে আখ রোপন করে মৌসুমের উদ্বোধন করেন বাংলাদশ চিনি খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের প্রধান টেকনিক্যাল সার্ভিস (টিএস) ড. জেবুন নাহার ফেরদৌস।

এ সময় তিনি বলেন কতৃপক্ষের সুদক্ষ নির্দেশনায় কার্যক্রম চলছে তবে আখের ফলন বাড়াতে হলে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। আখের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যাবহার করে ফলন বাড়াতে হবে। আখের ফলন বাড়ালে লাভবান হবে চাষী। বেশি বেশি করে আখ লাগান চিনি শিল্পকে বাচিয়ে রাখুন। আমরা বর্তমানে যে আখের মূল্য দিয়েছি সে মূল্যয়নকে মৃল্য দিয়ে মিলটিকে টিকিয়ে রাখুন।

এ উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর সুযোগ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুঁইয়া, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কৃষি) মাহবুবুর রহমান, কেরুজ বানিজ্যিক খামারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুমন কুমার শাহা, সাব- জোন প্রধান আবু তালহা, ফুরশেদপুর খামারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক, আখচাষী কল্যাণ সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান সাধারন সম্পাদক আঃ বারী,প্রমুখ।

কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন বলেন, চিনি কারখানার লোকসান কমাতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এবার আখ রোপন মৌসুমে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন থেকে লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে ৭ হাজার একর জমিতে আখ রোপন করতে হবে। এর মধ্যে কেরুর নিজস্ব জমিতে ১ হাজার ৬৪০ একর ও কৃষকদের ৫ হাজার ৩৬০ একর জমিতে আখ রোপন করা

হবে।

লক্ষমাত্রা অর্জন হলে ২০২৪-২৫ মাড়াই মৌসুমে চিনিকলে ১ লাখ মেট্রিকটন আখ মাড়াই কর ৬ হাজার ২০০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন সম্ভব হবে। ২০২২-২৩ আখ রোপন মৌসুমে লক্ষমাত্রা অর্জিত না হলও ৩ হাজার ৮০২ একর জমিতে আখ রোপন করা হয়েছিল। কেরুর নিজস্ব ১ হাজার ১৫৩ একর ও আখ চাষীদের ২ হাজার ৬৪৯ একর মোট ৩ হাজার ৮০২ একর জমিতে উৎপাদিত আখের ফলন ভাল হলে উৎপাদন হতে পারে ৬৫ হাজার মেট্রিকটন চিনি।

চুয়াডাঙ্গায় উচ্ছেদ করা হচ্ছে অবৈধ স্থাপনা

চুয়াডাঙ্গা বিভিন্ন সময় গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনা রোধে সড়কের দুপাশে গড়ে ওঠা এই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় থেকে এই অভিযান শুরু হয়ে চলে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। চুয়াডাঙ্গা শহরের পৌর এলাকা ভিমরুল্লা থেকে জীবননগর পৌর এলাকা পর্যন্ত এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। একই সাথে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে খুঁটি দিয়ে চিহ্নিত করা হচ্ছে সড়ক বিভাগের জায়গাগুলো। চুয়াডাঙ্গার প্রায় ৫০টি স্থানে ওই উচ্ছেদ অভিযান চলবে বলে জানা গেছে।

সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের খুলনা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অনিন্দিতা রায় এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মুহাম্মদ মনজুরুল করিম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মোহাম্মদ সুজাত কাজী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী কাজী আজিজুর রহমানসহ পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের একটি করে ইউনিট।

সড়ক ও জনপথ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সড়ক ও জনপথ বিভাগের আঞ্চলিক সড়কের দুপাশে জায়গা দখল করে অবৈধভাবে পাকা, আধাপাকাসহ বিভিন্ন

স্থাপনা নির্মাণ করেন স্থানীয়রা। সড়ক বিভাগ নোটিশ ও মাইকিং করে স্থাপনাগুলো সরিয়ে নিতে বললেও তা সরিয়ে নেননি অবৈধ দখলদাররা। তাই আজ সকাল থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয় চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাক থেকে জীবননগর পৌর এলাকা পর্যন্ত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হবে বলে জানান সড়ক ও জনপথ বিভাগ।

দামুড়হুদা ও দর্শনা উন্নয়ন মৃলক কাজ পরিদর্শনে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার

দামুড়হুদা ও দর্শনা উন্নয়ন মৃলক কাজ পরিদর্শন করলেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার হেলাল মাহমুদ শরীফ। আজ বুধবার ৩০ শে আগষ্ট বুধবার সারাদিন ব্যাপী দামুড়হুদা ও দর্শনায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ পরিদর্শন করলেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার হেলাল মাহমুদ শরীফ।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রথমে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে আগত সেবাগ্রহীতাদের জন্য উপজেলা পরিষদ ভবনে ওয়েটিং রুম” ক্ষনিকালয় উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু করেন, এর পর উপজেলা নির্বাহী কার্যালয় পরিদর্শন, পরিষদ চত্বরে বৃক্ষ রোপন ও নির্বাহী অফিসারের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আনসারদের জন্য আনসার ব্যারাক উদ্বোধন । তারপর পর্যায়ক্রমে কার্পাসডাঙ্গায় জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের স্মৃতিফলকে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও কবির স্মৃতি বিজড়িত আটচালা ঘর পরিদর্শন করেন,এবং আটকবর চত্বরে আট শহীদদের উদ্দেশ্যে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও আট শহীদ কমপ্লেক্স ভবনে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের বিভিন্ন দুর্লভ ছবি ও কমপ্লেক্স ভবন পরিদর্শন করেন।এরপর ডিসি ইকো পার্ক পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন রকম ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করেন এবং তালসারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে কথা বলেন। এ সময় বিভাগীয় কমিশনার হেলাল মাহমুদ শরীফ বৃক্ষ রোপনে গুরুত্ব দিয়ে বলেন বৃক্ষ আমাদের প্রিয় বন্ধু! বৃক্ষ ছাড়া মানবজাতি অচল। বৃক্ষ আমাদের অক্সিজেন দেয় সেই অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং বেঁচে থাকি

সুতরাং আমাদের সকলকে এই বৃক্ষের প্রতি যত্নশীল হতে হবে।এবং ডিসি ইকোপার্কে আগত দর্শনার্থীদের জন্য রান্নাঘর রসুই বাড়ি ও নতুন করে পিকনিক শেডের নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধন করেন এবং মধ্যান্যভজে অংশ নেন এবং পরিশেষে দর্শনা চেকপোস্ট পরিদর্শন করেন এ সময় দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু পৌরসভার পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানায়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা, কুষ্টিয়া মিরপুর বিজিবির সেক্টর কমান্ডার কর্নেল এমারত হোসেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আরাফাত রহমান,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক নাজমুল হামিদ রেজা, উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মনসুর বাবু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব আবু রাসেল, এনডিসি শাহাদাত হোসেন, সহকারি কমিশনার ও বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাদাত হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন,দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, বিভাগীয় কমিশনারের গোপনীয় সহকারী গৌতম মন্ডল প্রমুখ।

দামুড়হুদায় ইজিবাইক চালক হত্যা মামলায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ইজিবাইক চালক জহুরুল হত্যা মামলায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড এবং প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানার আদেশ দিয়েছেন আদালত। এছাড়া একই মামলায় ১ জনকে দুই বছরের কারাদণ্ড এবং ২ জনকে খালাস দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১২টায় অতিরিক্ত দায়রা জজ-২ আদালতের বিচারক মাসুদ আলী এ রায় ঘোষণা করেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন যশোরের চাচড়ার রায়পাড়ার আব্দুস ছালামের ছেলে ফজলুর রহমান, ঠাকুরগাঁওয়ের

মাধবপুর গ্রামের শ্রী গনেশ চন্দ্র রায়ের ছেলে শ্রী দিপক কুমার রায় ও গোপালগঞ্জ জেলার গাড়ইগাত গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে আবু সুফিয়ান মোল্লা। এর মধ্যে ফজলুর রহমান পলাতক রয়েছেন।

মামলার অপর এক পলাতক আসামি পিরোজপুরের সেউতিবাড়ীয়া গ্রামের মৃত সেকেন্দার আলী হাওলাদারের ছেলে জয়নাল হাওলাদারকে দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া দুই আসামি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার ফার্মপাড়ার ইয়ামিন আলীর ছেলে মোহাম্মদ দিলন ও দামুড়হুদার জয়রামপুর গ্রামের ইয়াকুব আলীর ছেলে আনোয়ার হোসেনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০১১ সালের ১০ আগস্ট বিকেলে দামুড়হুদার পরানপুর মাঠের একটি বেগুন ক্ষেতে ইজিবাইক চালক জহুরুল ইসলামকে গলা কেটে হত্যা করে তার ইজিবাইকটি ছিনতাই করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় পরদিন ছয় জনকে আসামি করে সংশ্লিষ্ট থানায় একটি হত্যা মামলা করা হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে একই বছর ৩০ নভেম্বর ৬ জনকে আসামি করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দামুড়হুদা থানার উপপরির্দশক (এস আই) আরিফুর রহমান।

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা; এসআই হাদিউজ্জামান গুরুত্বর আহত

চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) হাদিউজ্জামান গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে স্থানীয় ফাতেমা ক্লিনিকে নেয়। পরে সেখানে তার অবস্থা খারাপ হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৩০ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার

উত্তরা তেলপাম্প সংলগ্ন স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি বিপ্লব কুমার নাথ সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আহত ওই পুলিশ সদস্য চুয়াডাঙ্গায় অফিসিয়াল কাজে মোটরসাইকেলে নিয়ে যাচ্ছিলো। সে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কের উত্তরা তেলপাম্পের নিকট হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনায় পতিত হন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে ফাতেমা ক্লিনিকে নেয়। তার অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়া কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের আয়োজনে শোক দিবসের আলোচনা সভা

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের উদ্যোগে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১১টার সময় দামুড়হুদা মডেল থানা চত্বরে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন,যার জন্ম না হলে এ দেশ স্বাধীন হতো না এবং আজও আমরা পাকিস্তানের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ থাকতাম, ইতিহাসের মহামানব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের শ্রেষ্ঠবন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা এই আগস্ট মাসে হারিয়েছি। শোকাবহ আগস্টের সেই কালরাতে ঘাতকের নির্মম বুলেটে প্রাণ হারিয়েছেন বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ-তাদের সকলকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি দৃঢ় নীতি, আদর্শ ও সঙ্কল্পবোধ নিয়ে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠনে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয়-

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে খুনিচক্র তাকে দেশের অভ্যন্তরে সপরিবারে হত্যা করে। জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করেই খুনিচক্র ক্ষান্ত হয়নি। একই বছরের ৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করার জন্য কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে-বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যারা বারবার নেতৃত্ব দিয়েছেন-জাতীয় চার নেতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

এ হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্ব শূন্যতা তৈরি করা। কিন্তু ঘাতকচক্রের ষড়যন্ত্র আমরা সফল হতে দেইনি। আওয়ামী লীগের রক্তে ভেজা পতাকা দলীয় ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার হাতে আমরা তুলে দিয়ে সেদিন আমরা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলাম। আজ তা প্রমাণিত। জাতির জনক অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ভিত্তিভূমি তৈরি করে দিয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর চেতনা ধারণ করে, শোককে শক্তিতে পরিণত করেছেন। তিনি নিষ্ঠা, সততা ও সাহসের সাথে সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে জাতিকে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, উপজেলা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আছির উদ্দিন, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবির, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী। ওসি অপারেশন শফিউল আলম, সদর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান হযরত আলী, জুড়ানপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, হাউলী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত নিজাম উদ্দিন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, দামুড়হুদা মডেল মসজিদের ইমাম মাওলানা মুফতি মামুনুর রশিদ, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু সহ দামুড়হুদা মডেল থানার কর্মকর্তাগণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই শেখর চন্দ্র মল্লিক।

আলমডাঙ্গা এলজিইডির গ্রামীণ সড়কে ৩০ হাজার তাল বীজ রোপন

আলমডাঙ্গায় বজ্রপাত ঠেকাতে ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে ৩০ হাজার তাল বীজ রোপণ করা হয়েছে।

উপজেলা প্রকৌশল (এলজিইডি)র উদ্যোগে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে বজ্রপাত প্রতিরোধে এই তালগাছ রোপণ করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন সড়কের দৃষ্টিনন্দন হবে, অন্যদিকে স্থানীয়রা এ থেকে নানা সুবিধা ভোগ করবে।

উপজেলা প্রকৌশল সূত্রে জানাযায়, বজ্রপাতের হটস্পট এলাকা উপজেলার আলমডাঙ্গা-সরোজগঞ্জ সড়কে ৭ হাজার, বেলগাছি-ঘোষবিলা সড়কে ৫ হাজার, ডাউকি-পাচলিয়া সড়কে ৪ হাজার, ঘোলদাড়ি-সরোজগঞ্জ সড়কে ৫ হাজার, ফরিদপুর-ডামোশ সড়কে ২ হাজার, গোবিন্দপুর-কাশিপুর সড়কে ৩ হাজার, বন্ডবিল-মিরপুর সড়কে ৩ হাজার ও জুগিরহুদা ও মাজহাট সড়কে ১ হাজারসহ মোট ৩০ হাজার তাল বীজ রোপন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে আলমডাঙ্গা-সরোজগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের দুই পাশে সারি সারি তালগাছ বীজ রোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। এই বীজ থেকে চারা রোপণের পরে গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষায় চারদিকে বাঁশের খুঁটি ও জাল দিয়ে বেড়া দেওয়া হবে।

স্থানীয়রা জানান, রোপনকৃত বীজ থেকে চারা জন্মানোর পর অযত্নে গাছ গুলো মারা যায়। তবে পর্যায়ক্রমে উপজেলায় ব্যাপক ভাবে তাল বীজ রোপনে এটি মহৎ উদ্যোগ। তালগাছের চারা রোপণ করায় আমরা খুশি। এই গাছ বড় হলে আমরা বজ্রপাত থেকে রক্ষা পাবো। সেই সঙ্গে তালগাছ থেকে তাল ও রস পাবো। এর ছায়ায় আমরা বিশ্রাম নিতে পারবো। পাখিরা নিরাপদ আশ্রয় পাবে। এলাকায় সুন্দর পরিবেশ তৈরি হবে।

এ বিষয়ে জেলা প্রকৌশল (এলজিইডি) কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, এ উপজেলায় বিগত দিনে বজ্রপাতে অনেক কৃষকসহ সাধারণ মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। সরকারি নির্দেশনায় গ্রামীণ সড়কের দুই পাশে তাল

বীজ রোপন করা হয়েছে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) আরিফউদ্দৌলা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী এমএ সামাদ, সাব এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার লিয়াকত আলি। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কার্যসহকারী সোহরাব উদ্দীন, ওয়ারেশ আলি, এমএলএস আবু জাফর, কমিউনিটি অর্গানাইজার হারুন অর রশীদ, সুপার ভাইজার আব্দুর রাজ্জাক,আব্দুর রহিম, মোশারেফ হোসেন, রেহেনাজুন্নুরাইন, সাগরী ও রজনী।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে ৪০ লাখ খেজুর বীজ রোপন করা হয়েছে।